ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে বলা হল যে, ‘এ লোকটি অমুক। তার দাড়ি মদ টপকাচ্ছে।’ তিনি বললেন, ‘আমাদেরকে জাসূসী করতে (গুপ্ত দোষ খুঁজে বেড়াতে) নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন অপরাধ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তার কারণে তাকে পাকড়াও করব।’ হাদীসটি হাসান-সহীহ। এটি আবূ দাউদ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবিক সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে বলা হল যে, ‘এ লোকটি অমুক। তার দাড়ি মদ টপকাচ্ছে।’ তিনি বললেন, ‘আমাদেরকে জাসূসী করতে (দোষ খুঁজে বেড়াতে) নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন অপরাধ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তার কারণে পাকড়াও করব।
[সহীহ] [এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।]

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো যে মদ পান করেছে। আর তার অবস্থাই তা বুঝাচ্ছিল, যেমন তার দাঁড়ি মদ টপকাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের উত্তর দেন যে, আমাদের অপরের বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, লোকটির বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা বুঝা যায় সে তা গোপনে পান করেছিল কিন্তু এ সব লোক তার ওপর নজরদারি করে তাকে এ অবস্থায় বের করে নিয়ে এসেছে। তবে যখন আমাদের কাছে কোনো অপরাধ স্পষ্ট ও জাহির হয় এবং ন্যায়পরায়ন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় অথবা তার ওপর কোন প্রকার গোয়েন্দাগিরী ছাড়াই সে নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তখন আমার তার দাবি অনুযায়ী তার ওপর হদ বা শাস্তি বাস্তবায়ন করব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পর্দা দ্বারা আবৃত হল আমরা তাকে পাঁকড়াও করবো না।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/8880